32

তারিখ 17 SEP 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মতামত

সবার জন্য শিক্ষা ও কিছু কথা

শোনা যাচ্ছে, আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যবস্থা কায়েম করবেন। কথাটি বড় আশাব্যঞ্জক। ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে দেশের কোন লোকই অশিক্ষিত থাকবে না। সবাই শিক্ষিত হলে দেশের ভাবমূর্তি ফুটে উঠবে। উপরন্ত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিবেকের উন্নতি হবে। দেশের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে। উল্লেখ্য, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। একথাটি বহুলভাবে প্রচারিত ও সত্য হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে গত কয়েক শতক ধরে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে পৃথিবীর বহুজাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। তার প্রমাণ আমরা পাই পৃথিবীর সম্পদশালী দেশগুলোকে দিয়ে। যেমন জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি। এই সব দেশের লোকেরা প্রায় সবাই শিক্ষিত। শিক্ষার বলে তারা উন্নত ধ্যান-ধারণা এবং জীবনবোধ অর্জন করেছে। তার সাথে প্রযুক্তিগত জ্ঞান আহরণ করে পৃথিবীর বুকে চমক সৃষ্টি করছে নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্যদিয়ে। ফলে অনুন্নত দেশগুলো অর্থাৎ যে সমস্ত দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার এখনো উন্নতি হয়নি উন্নত ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-গরিমা ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে ঐ সব দেশের পক্ষে উন্নত হওয়া সম্ভব হয়নি এ পর্যন্ত। এর ফলে এসব দেশ পরমুখাপেক্ষী থাকতে হয়। নির্ভরশীল থাকতে হয় উন্নত বিশ্বের কাছে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত দিকে। সেই কারণে অনুন্নত দেশগুলো উন্নতির মুখ দেখতে পারছে না। ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

'শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড' একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কোন দেশের ধন-সম্পদ থাকলেও সে দেশকে উন্নত হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের পাহাড় রয়েছে। তাই বলে তাদেরকে উন্নত বলা যায় না। তাদের জীবনযাপন অনেক উন্নত কেবল সম্পদের গুণে। কিন্তু তারা সম্পদ আহরণ অর্থাৎ অর্জন করতে পারেনি। কারণ, তারা শিক্ষায় উন্নত নয়। শিক্ষার অভাবে তারা প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। উন্নত দেশগুলোর উপর নির্ভরশীল থাকতে হয় তাদের প্রযুক্তিগত ও প্রাত্যহিক জীবনের দ্রব্যসামগ্রীর জন্য। তাদের অনেক চাকচিক্য বেড়েছে বটে, কিন্তু সে চাকচিক্যের মূল্য নেই। অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা না থাকলে পূর্ণতা আসে না। জীবন সীমাবদ্ধ গন্ডির মধ্যে আবদ্ধথাকে।

যাক, আমাদের ২০০০ সালের মধ্যে যে 'সবার জন্য শিক্ষা' ব্যবস্থা করা হবে, এনিয়ে সরকার জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আর মাত্র ১১ বছরের মধ্যে জাতিকে শিক্ষায় উন্নত করা হবে। দেশের আর কেউ অশিক্ষিত থাকবে না। ছোট-বড় মেয়ে-পুরুষ সবাই শিক্ষিত হয়ে যাবেন। তার জন্য সরকার আগের তুলনায় বেশ তৎপর। আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি চলতি বছরের ('৮৯-৯০) বাজেটে। এই বাজেটে শিক্ষা খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে। কখনো শিক্ষা খাতে এত গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এবার দেয়া হয়েছে। তার মূল উদ্দেশ্য ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' এই শ্লোগানটি বাস্তবায়ন করতে হবে। এবং আগামী চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো অনেক পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে অনেকে অনুমান করছেন। শোনা যাচ্ছে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী শেখ শুহুদুল ইসলাম কয়েক মাস আগে বলেছেন, আগামী '৯২ সালের মধ্যে দেশের ৭০ ভাগ শিশুকে স্কুলে আনার ব্যবস্থা করা হবে। কিভাবে এবং কেমন করে এত বিশাল অংকের শিশুকে স্কুলে আনা হবে তা জানানো হয়নি। দেশে চল্লিশ হাজারের মতো প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার যে কি হাল-হকিকত তা অনেকেরই জানা আছে। এখনো শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু খোলা আকাশের নীচে লেখা পড়া করে। এখনো অনেক কলেজে প্রয়োজনীয় ভবন, শ্রেণীকক্ষ এবং শিক্ষা উপকরণ নেই। প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব সর্বত্র। প্রায় সবগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ অবস্থা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কারের দায়িত্ব ছিল। বিগত বছরগুলোতে উক্ত ডিপার্টমেন্ট প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। কিন্তু 'মুয়ীদ কমিটি' ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট বিলোপ করার জন্য সুপারিশ করেছে ২৭টি অধিদপ্তরের সাথে। অথচ বিশ্বব্যাংকের সুপারিশক্রমে এ ডিপার্টমেন্টটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠা না করলে শিক্ষা খাতে বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষে টাকা দেয়া সম্ভব হবে না। এ কথা জানানোর পর উক্ত ডিপার্টমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৮৬ সালে মহামান্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ ডিপার্টমেন্টটি অনুমোদন করেন। কিন্তু ২৭টি অধিদপ্তরের সাথে 'ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট' বিলোপ করে গণপূর্ত বিভাগে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ ও সংস্কার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কতটুকু সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। দেখা গেছে, ষাটের দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত গণপূর্ত বিভাগের উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যতগুলো প্রকল্পের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল সবগুলোতেই গণপূর্ত বিভাগ ব্যর্থ হয়েছে। কারণ গণপূর্ত বিভাগের কাছে বহুমুখী দায়িত্বের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

গণপূর্ত বিভাগের উপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নতুন করে অর্পণ করলে গণপূর্ত বিভাগ সে চাপ সামলাতে পারবে কি-না সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। গণপূর্ত বিভাগ যদি ব্যর্থতার পরিচয় দেয় তাহলে ২০০০ সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হবে কি-না সে ব্যাপারেও সরকারকে ভেবে দেখা উচিত।

এম শাহজাহান
আদাবর,
মোহাম্মদপুর।